S. Chowdhury.

কর্ম কাকে বলে? নিষ্কাম কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য কী? [2016] 6

উত্তর: কর্ম কী?

আগে S.Q. তে লেখা আছে।

পার্থক্য:

[গীতা অনুযায়ী কর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে — সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম।]

[সকাম কর্ম: রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতির বশীভূত হয়ে যে কর্ম করা হয় সেই সব কর্ম হল সকাম কর্ম।] ব্যক্তি মানুষেরকে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে অবিদ্যা আচ্ছাদিত করে রাখে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা আমাদের সকাম কর্মের দিকে উৎসাহিত করে। ব্যক্তির জীবনে মত ও পথের বহু সন্ধান মিললেও দুটি পথই প্রধান - প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পথ। প্রথম পথটি সহজ বুদ্ধিজাত এবং যেখানে কামনা ও কর্মের প্রাচুর্য থাকে। ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় সবকিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। সেই জন্য ঈশ্বর বা দেবতার নিকট সেইরূপ জয়, সৌভাগ্য, আরোগ্য ইত্যাদি প্রার্থনা করে। যাগ-যজ্ঞাদিও প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হলে ব্যক্তিকে কর্ম করতেই হবে এবং তার ফল ভোগও করতে হবে। সকাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয়, নিষ্কাম কর্মের জন্য করতে হয় না। [এই সকাম কর্ম কামনা বাসনা থেকে উদ্ভূত এবং সংসারের প্রতি জীবের বন্ধন সূচনা করে। এই সকাম কর্মের ফলে আমরা মোক্ষ বা নির্বানের পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসি।]

[নিষ্কাম কর্ম: নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবকে নিরলস কর্ম সম্পাদন করতে হয়। লোভ, মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতি দোষ মুক্ত হয়ে যদি আমরা কর্ম করি তাহলে সেই কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলা হবে। নিষ্কাম কর্মের ফলে কোন সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয় না। নতুন কর্ম বন্ধনেরও সৃষ্টি হয় না, ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না।] আসলে নিষ্কাম কর্ম কেবল পূর্বোক্ত দোষ বর্জিত কর্মই নয়, তা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য কর্মও বটে। এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই জীব পরিণামে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতে পারে। এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটিকে নিবৃত্তি মার্গ বলা হয়।

[নিষ্কাম কর্ম হঠাৎ সম্পাদন করা যায় না। এজন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। —

(1) ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগের উপকরণ মনে না করে কেবলমাত্র জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজন এইরূপ ন্যূনতম এবং পরিমিত ব্যবহার করতে হবে।

(2) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ চিরস্থায়ী নয়। এই জ্ঞান জন্মালে ইন্দ্রিয় সমূহের তৃষ্ণা কমবে এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি ও লুপ্ত হবে।]

[পার্থক্য:

(1) নিষ্কাম কর্ম হল ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্ম। অপর দিকে সকাম কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত কর্ম।

(2) সকাম কর্মে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। এবং জীবকে সেই অনুরাগ বশত পুনর্জন্ম নিতে হয়। অর্থাৎ, ফল প্রত্যাশী সকাম কর্ম করলে বন্ধন দশা থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। অপর দিকে নিষ্কাম কর্মে কোন কামনাবীজ না থাকায় ফলভোগও থাকে না। নিষ্কাম কর্ম যেমন কর্মফল সঞ্চয় করে না, তেমনি আবার সঞ্চিত কর্মফলকেও বিনষ্ট করে। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে জীব পুনর্জন্ম থেকে, সংসার দশা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

(3) সকাম কর্মকে প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয়; অপরদিকে নিষ্কাম কর্মকে নিবৃত্তিমার্গ বলা হয়। গীতাতে এরকম বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম সাধুপুরুষ সকাম দেবতা অপেক্ষাও বলবান।

(4) যাগ-যজ্ঞ, তপস্যাদি, কাম্য বা সকাম কর্ম সুসম্পন্ন না হলে তা ব্যর্থ হয়, কাজটি পুনরায় আরম্ভ করতে হয়। নিষ্কাম কর্ম কখনও এভাবে ব্যর্থ হয় না। যে কর্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নেই তা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

(5) কাম্য বা সকাম কর্ম কেবল ব্যর্থই হয় না, তা ক্ষেত্র বিশেষে পাপের কারণও হয়। নিষ্কাম কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় সেই কর্ম কখনও প্রতারণামূলক হতে পারে না এবং ফলত পাপের কারণও হয় না,

(6) কাম্য কর্মে নানা আয়োজনের প্রয়োজন হয় বলে তা আয়াস সাধ্য। এইজন্য কর্মটি অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ থাকে। এবং এইজন্য কার্য কর্তাকেও ভীত থাকতে হয়। অপরদিকে নিষ্কাম কর্মযোগে কর্মটি আংশিকভাবে সম্পন্ন হলেও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকার জন্য কর্মকর্তা বিবিধ ভয় থেকে মুক্ত থাকেন।]